মুসলিম মানস
ও বাঙালি সমাজ

গৌতম রায়

পুনশ্চ

ভূমিকা

বাংলা ও বাঙালির নাম সমাজ জীবনে মুসলমানের যে ঐতিহাসিক অবদান, সে সম্পর্কে এপার বাংলায় সম্যক চর্চার অভাব মুক্তবুদ্ধির মানুষদের বড় পীড়া দেয়। আজও এপার বাংলার মানুষদের একটা বড় অংশ, বাঙালি আর মুসলমানদের আলাদা করে দেখতেই অভ্যস্ত থেকে গিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে যে বাঙালিয়ানার বিন্দুবিসর্গ সম্পর্ক নেই, এটা এপার বাংলার হিন্দু বাঙালি মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জানার চেষ্টা কখনো করেন নি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো মানুষ, যাঁদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিগড়ে বাঁধা যায় না, তেমন ই দু-চারজন, মুক্তকণ্ঠে চিরদিন বাঙালির অতুল সাগরকে, স্রোতস্বিনী -পল্লবিনী করবার ক্ষেত্রে মুসলমানের অবদানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে গিয়েছেন।

রাজনীতির মানুষেরা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোট রাজনীতির নিরিখে মুসলমানকে দেখলেও, মুসলমানের বৌদ্ধিক চেতনা, যেভাবে বাঙালির সমাজ জীবনকে পরিপুষ্ট করেছে, তার সুলুক সন্ধানে সেভাবে কখনো চেষ্টা করেন নি। প্রতিবেশীকে জানার কোনরকম ভাবনা-চিন্তা তেমন করে উঠতেও পারেন নি; এটা ভাবতেই খুব যন্ত্রণা হয়। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা, অথচ সরকারি উদ্যোগভুক্ত যে সমস্ত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র আছে, তা সে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হোক, বা বাংলা আকাডেমির মতো সংস্থাই হোক, সেইসব জায়গাতেও বাংলা তথা বাঙালির আর্থ-সামাজিক- সাংস্কৃতিক- অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় পরিমণ্ডলে মুসলমানের অবদান ঘিরে নিরপেক্ষ গবেষণা প্রায় হয়নি বললেই চলে। এমনকি প্রতিবেশী দেশ, বাংলাদেশে, বাঙালি সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ করতে, হিন্দু বাঙালির অবদান সেখানে সশ্রদ্ধচিত্তে আলোচিত হয়। তা নিয়ে গবেষণা হয়। তা নিয়ে চিন্তা করেন ভাবেন, সেখানকার মানুষ। পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত আলোচনা হয়। অথচ এপার বাংলায় বিচ্ছিন্ন দু-চারজন, ধর্মের রাজনৈতিক কারবারি কি করলো, সেটাই কিন্তু বহুল প্রচারিত হয়।

সমন্বয় সাধনের জন্য যে লড়াই সেখানকার আপামর বাঙালি করছেন, সেই লড়াইয়ের কথা এখানে প্রায় অনুল্লিখিত থেকে যায়। তাই এখানে সুফিয়া কামালের মতো মানুষ নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায় অজানা-অচেনা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায় থেকে গৌরকিশোর ঘোষ, গৌরী আইয়ুব, অম্লান দত্ত হয়ে মিহির সেনগুপ্ত থেকে অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রবীণ-নবীন সমান গুরুত্ব সহকারে চর্চিত।

এমনটা কিন্তু এপার বাংলায় শামসুর রাহমান থেকে শওকত আলী, কাউকে ঘিরে মূলধারার সাহিত্যে, সামাজিক বিচার-বিশ্লেষণে, আলাপ-আলোচনায় নেই। যদিও লিটিল

ম্যাগাজিন যাঁরা করেন, তাঁরা চেষ্টা করেন এই বিষয়গুলি ধরবার। তবে সেখানেও একটু জনপ্রিয় ধারাগুলো ধরবার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আবার সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষের আসন্ন প্রস্তুতি ঘিরে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, তার ভগ্নাংশ কিন্তু আমরা কখনও কাজী আবদুল ওদুদ থেকে সুফিয়া কামালকে ঘিরে এপার বাংলায় দেখিনি।

এ কথা বলতে বুক ফেটে যায় যে, এই কলকাতা শহরে, নারী শিক্ষার জন্য জীবনপাত করে, এই শহরের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যিনি বেহেশতের পানে পাড়ি দিয়েছিলেন, সেই বেগম রোকেয়ার নামে কলকাতা শহরে আজ পর্যন্ত একটি রাস্তার নাম নেই। দেশভাগকে যিনি মেনে নিতে পারেননি, পরিজনদের ছেড়ে, শাশ্বত বঙ্গের পূজারী কাজী আবদুল ওদুদ চিরজীবন কাটিয়ে গেলেন পার্কসার্কাসের তারক দত্ত রোডে। তাঁর জন্মশতবর্ষের সময়ে রাজ্য প্রশাসন থেকে পৌরসভা সর্বত্রই বামপন্থীরা ক্ষমতায় ছিলেন, অথচ কাজী আবদুল ওদুদের নামে কলকাতা শহরের কোনো রাস্তার আজ পর্যন্ত নামকরণ হয়নি।

যে মুসলিম লীগ ঘিরে হিন্দু বাঙালি জেনে হোক, না জেনে হোক, একটু ট্যাঁরা ভাবে চোখ ঠাওড়ায়, দেশভাগের সময়কালে সেই মুসলিম লীগের বাংলা শাখার প্রথম সারির নেতা, বর্ধমানের আবুল হাশিম, তাঁর দলের সাংগঠনিক নির্বাচনে একাংশের ভোট পাননি, তার কারণ; তিনি ধুতি পরিধান করতেন।

এই উত্তরাধিকার যে বাঙালির ছিল এবং আজও তা সর্বাংশে লুপ্ত হয়ে যায়নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প গোটা দেশে যত কঠিন পরিবেশই তৈরি করুক না কেন, এই আঁধার পেরিয়ে, ভোরের প্রত্যাশা আমাদের করতেই হবে। সমরেশ বসুর 'খন্ডিতা'-র ভাষা ধার করে নিয়ে বলি, রাত তাড়ানো বাতাস কিন্তু বইছে। সেই বাতাস বইছে বলেই সন্দীপ নায়কের মত পেশাদার প্রকাশক, সমাজ মনস্কতার সঙ্গত চেতনাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই বাঙালি মুসলমান কে ঘিরে ভাবনা-চিন্তার এই সংকলনটি প্রকাশ করার মতো সাহস দেখিয়ে, বাঙালি জাতিসত্তার সম্যক বিকাশের ক্ষেত্রকে দেশকাল, কাঁটাতারের রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে গুরু দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, কারণ তিনি অন্নদাশঙ্করের 'আর্ট' বইটি প্রকাশের কাল থেকেই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে লালন করে আসছেন সম্প্রীতিকে। সন্দীপের সংস্থা পুনশ্চ-র প্রত্যেকটি মানুষ, যে পরম প্রীতি, ভালোবাসা দিয়ে এই গ্রন্থটি দিনের আলোর সামনে নিয়ে এলেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বাঙালি আবার সংকীর্ণ হিন্দু-মুসলমানের বেড়াজালের উর্দ্ধে উঠে, বিশ্বমানব হওয়ার তাগিদে, শাশ্বত বাঙালি হয়ে উঠুক—এটাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

গৌতম রায়
ভাটপাড়া
১২ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্মদিন।

সূচিপত্র

মহীয়সী রোকেয়াকে নিয়ে এপারের বাঙালির অনীহা কেন?/১১
শতবর্ষে 'সওগাত' এবং বাঙালির উদাসীনতা/১৪
শিল্পাচার্যের জয়নুল আবেদিনের কথা/১৯
মোহাম্মদ আকরম খাঁ এক বর্ণময় রাজনীতিক/২৫
নজরুল ও ধর্মনিরপেক্ষতা/২৭
বাংলার জালিওয়ানালাবাগ 'সালঙ্গা' এবং আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ/২৮
এস ওয়াজেদ আলি জীবন্ত ডায়নামিক শিল্পী/৩৫
এস ওয়াজেদ আলি ও বিশ শতকের উত্তরাধিকার/৩৮
বাংলার সামাজিক আন্দোলনে মুজফফর আহমদের ভূমিকা/৪৫
শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ সমাজচেতনার গতিপথ/৫২
উপমহাদেশে বহুত্ববাদের সঙ্কট ও লালন চর্চার প্রাসঙ্গিকতা/৫৮
লালন ও আমাদের সময়/৬৭
সুফিয়া কামাল: এক অগ্নিবীণার নাম/৭২
রোকেয়া এবং সমসাময়িকতা/৭৫
রোকেয়া এবং বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের সূচনাপর্ব/৭৯
রোকেয়া এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন/৯৬
শতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন/১০০
বঙ্গবন্ধু এবং এপার বাংলার বাঙালি/১০৬
ধর্মনিরপেক্ষতা, সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শতবর্ষে/১০৮
বাঙালি জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ ইকবাল চর্চার পথিকৃৎ ভাষাচার্য শহীদুল্লাহ/১১৬
লৌকিক অর্চনাতে সম্প্রীতি /১২২
'শাশ্বত বাংলা'র সাধক কাজী আবদুল ওদুদ এবং এই সময়/১২৭
নজরুল 'সওগাত' ও সমকাল/১৩০
'বেগম' এবং নূরজাহান বেগম/১৪০
বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল ও বিশ শতকের মুসলিম নারী মানস/১৪৩
একশো ছাব্বিশ বর্ষে কাজী আবদুল ওদুদ/১৫২
আবুল ফজল দ্বিতীয় জাগরণের অগ্রপথিক/১৫৭
শতবর্ষে সওগাত সাহিত্য ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন/১৬৮
নিভৃত সাধক কামালউদ্দিন খান চেতনার অহঙ্কার/১৭৩
কাজী আবদুল ওদুদের সৃষ্টিতে বাঙালির সমাজচিত্র/১৭৮
আনিসুজ্জামান ধর্মনিরপেক্ষতার আইকন/১৮১
নজরুল স্মরণে/১৮৪
'স্বাধীনতা', 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রথম সার্থক রূপকার নজরুল/১৮৭

আচার্য মুহম্মদ শহিদুল্লাহ/১৯৬
শহিদ জননী জাহানারা ইমাম ও মৌলবাদ বিরোধী লড়াই/১৯৯
বাঙালি নারীর জাগরণ এবং সুফিয়া কামাল/২০৩
প্রাণের পতাকায় খোদিত নাম শহিদ আসাদ/২০৬
সমসাময়িকতার প্রেক্ষিতে সেলিনা হোসেন/২১১
বিশ শতকের আলোর পূজারী সুফিয়া কামাল/২২০
জাহানারা ইমাম বিপ্লব স্পন্দিত বুকে/২২৭
জাহানারা ইমাম বাঙালি চেতনার অহঙ্কার/২৩৫
কাজী আবদুল ওদুদ বুদ্ধির মুক্তির যোদ্ধা/২৩৭
সুফিয়া কামাল নারী জাগরণের দীপশিখা/২৪২
হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি/২৪৭
ফুলের জলসায় কবির নীরব হওয়ার দিন/২৫১
হাসান আজিজুল হক : এক বাউল জীবনের কথা/২৫৪
শতবর্ষে 'নবযুগ' নজরুল ও কাকাবাবু/২৬০
সারদামণির মৃত্যুশতবর্ষ এবং 'বেগমে'র তিয়াত্তর বছর/২৬৫
বঙ্গবন্ধু ও অন্নদাশঙ্কর একটি প্রত্যয়ের মিলনভূমি/২৬৮
সমন্বয়ী সাধনার মরমী সাধক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন/২৭৫
আজকের কৃষি সঙ্কটের প্রেক্ষিতে দুদু মিঞার প্রয়াণদিবস/২৭৮
বঙ্গবন্ধুর জাতিগঠনের প্রত্যাশা ও এই সময়/২৮১
মানুষের কবি শামসুর রাহমান/২৮৩
ইকবালের সৃষ্টি প্রসঙ্গে/২৮৭
তিতুমীর ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম বাঙালি শহিদ/২৯১
সুফিয়া কামাল উপমহাদেশের এক নক্ষত্র/২৯৬
বাংলার জালিওয়ানালাবাগ 'সালঙ্গা'/৩০২
অগ্নিশিখা রোকেয়া/৩০৫
সমাজবিপ্লবী রোকেয়া/৩১০
ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের অর্ধশতক/৩১৩
দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন স্মরণে/৩১৫
শতবর্ষে আহমদ শরীফ/৩১৮
বাঙালি মুসলমানের আধুনিকতার দিশারী কাজী আবদুল ওদুদ/৩২২
সুফিয়া কামালঘুষ আর ঘুষির কাছে না বিকোনো এক বাঙালি নারী/৩২৮
এস ওয়াজেদ আলি ও বিশ শতকের উত্তরাধিকার/৩৩১
উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাঙালি মুসলমান (ক)/৩৩৮
উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাঙালি মুসলমান (খ)/৩৪৪
উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাঙালি মুসলমান (গ)/৩৫০
মুক্তবুদ্ধির উপাসক কাজী মোতাহার হোসেন/৩৫৬
আজহারউদ্দিন খানের প্রতি সময়ের ঋণ/৩৫৯
প্রয়াণদিবসে মনীষী হুমায়ুন কবীর স্মরণ/৩৬৫

মহীয়সী রোকেয়াকে নিয়ে এপারের বাঙালির অনীহা কেন?

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন ভারতীয় উপমহাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের একটি বহুল আলোচিত নাম। সময়ের নিরিখে নারীমুক্তির প্রসঙ্গটি যতো সময়োচিত হয়ে উঠেছে, ততোই গভীর ভাবে আলোচিত হতে শুরু করেছে রোকেয়ার জীবন এবং কর্মধারার প্রসঙ্গগুলি।নারী সমাজ যতো বেশি প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সম্পুর্ণ আকাশ কে অধিকার করবার দিকে এগিয়ে আসছে ততোই বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে মহীয়সী রোকেয়ার নাম।জন্মের শতবর্ষ অতিক্রম করে আজ ও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক রোকেয়ার চিন্তা চেতনা। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে রোকেয়া চর্চার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে রোকেয়ার তাৎপর্যকে আরো বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করতে পারব। ঔপনিবেশিক ভারতে রোকেয়ার মতো এমন কালজয়ী প্রতিভা কেবল বাংলা নয়, গোটা ভারতেই বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় নি। রোকেয়ার জীবনের ভিতর কোনো অসম্পুর্ণতা ছিল না। এই সমগ্রতার চর্চাই তাঁর সৃষ্টি এবং কর্মের প্রায় সব দিকগুলিতেই প্রভাব ফেলেছে। রোকেয়ার অর্জনকে কোনো একটা সীমাবদ্ধ গন্ডির আবর্তে রেখে বিচার' বিশ্লেষণ করা দুষ্কর। নারীকে, বিশেষ করে মুসলিম নারীকে শিক্ষার আবর্তে নিয়ে আসা ছিল মহীয়সী রোকেয়ার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে রোকেয়াকে যদি আমরা কেবলমাত্র নারী শিক্ষার অগ্রপথিক হিশেবে চিহ্নিত করে তাহলে তাঁর সামগ্রিকতার চর্চাটিকে আমরা খন্ড ক্ষুদ্র করে দেখব। আবার তাঁকে যদি কেবলমাত্র সাহিত্যসাধক হিশেবেই আমরা দেখি, সেটিও তাঁর পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্বের প্রতি সঠিক বিচার বা মূল্যায়ণ করা হবে না। কারণ, কেবলমাত্র সাহিত্যসৃজনে নিজেকে সম্পুর্ণভাবে সঁপে দেওয়ার কথা রোকেয়া একটি বারের জন্যেও ভাবেন নি। এমনটা রোকেয়া না ভাবলেও, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে এড়িয়ে গিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা আদৌ সম্ভবপর নয়।বিশেষ করে তিনি হলেন প্রথম বাঙালি যিনি কল্প বিজ্ঞানের কথা লেখেন তাঁর সুলতানাজ ড্রিমের ভিতর দিয়ে। রোকেয়াকে কোনো কোনো সাহিত্য সমালোচক নিছক 'নারীবাদী সাহিত্যিক' হিশেবে দেগে দিয়ে তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকে একটি ছোট্ট গন্ডির ভিতরে আবদ্ধ করে দিতে চান। এটি ইতিহাসের অপব্যাখ্যা মাত্র। আধুনিক বা প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ রোকেয়া পান নি।স্বশিক্ষিত রোকেয়া নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে বাংলায় এবং ইংরেজিতে যে সৃষ্টি কর্ম রেখে গিয়েছেন তা বহু প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত

মানুষদের ভিতর হীনমন্যতা সৃষ্টি করতে পারে। নারীর চেতনা বিকাশে সংগঠন গড়ে তুলে রোকেয়া নারীর আত্মমর্যাদার বিষয়টিকে ঔপনিবেশিক ভারতে যে ভাবে তুলে ধরেছিলেন তা আজ এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে ভাবতেও যথেষ্টই বিস্ময় জাগে। বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, রোকেয়া কিন্তু সমাজের উঁচু স্তরে অবস্থানরত মেয়েদের জন্যে সংগঠন তৈরি করে কোনো রকম শৌখিন মজদুরি করেন নি।রোকেয়ার সামাজিক কর্মকান্ডের সবটুকু চিন্তাই ছিল সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে। রোকেয়ার এই কাজ তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগরদের স্ত্রী শিক্ষা এবং নারী মুক্তির লক্ষ্যে কর্মকান্ডের সঙ্গে তুলনীয়। রোকেয়া মেয়েদের জন্যে একটা সম্পুর্ণ আকাশের আকাঙ্খায় যে লড়াই শুরু করেছিলেন, সেই লড়াইয়ের শরিক হতে তাঁর পরের প্রজন্মকে অনেকটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আজ ও সাংগঠনিক কাজে নারীর স্বাধিকারের লক্ষ্যে রোকেয়ার ঐতিহাসিক অবদানের কথা অনেকখানিই আলোচনার বাইরে থেকে গেছে।

রোকেয়াকে নিয়ে সমাজসচেতন গবেষক মহলের চিন্তা ভাবনা শুরুর ইতিহাসটা খুব বেশি পুরনো নয়।রোকেয়া তাঁর জীবনের সিংহভাগ ই কলকাতা শহরে কাটিয়ে গেলেও স্বাধীনতার পরে এপার বাংলায় রোকেয়াকে নিয়ে চর্চা প্রায় ছিল নাই বলা যেতে পারে।অন্নদাশঙ্কর রায়, গৌরী আইয়ুব ছাড়া এপার বাংলার বুদ্ধিজীবীদের ভিতরে রোকেয়াকে নিয়ে চর্চা প্রায় দেখাই যায় নি বলা যেতে পারে।নয়ের দশকে র মাঝামাঝি গৌরী আইয়ুবের ভাবশিষ্যা মীরাতুন নাহার তাঁর সীমিত সাধ্যের ভিতরে রোকেয়াকে নিয়ে চর্চা শুরু করেন। মীরাতুন নাহারের কাছে রোকেয়ার কথা প্রথম শুনে এক রাজনৈতিক ফোড়ে, যাঁর ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের লেজুরবৃত্তি করে সমাজসেবার আড়ালে বইয়ের ব্যবসাই প্রধান জীবিকা, সেই ব্যক্তি রোকেয়াকে 'মা' তে উত্তরীত করে নিজের পকেট ভারী করার কিছু বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেই ব্যক্তিটি বাম আমলেও যেমন ছিলেন করিতকর্মা বামনেতা মন্ত্রীদের আশীর্বাদধন্য, আজ ও তেমনি ই শাসকের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়ে এই 'মা' এর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাম জামানাতে ওই ব্যক্তির অনুষ্ঠানে মধ্যমণি থাকতেন সুভাষ চক্রবর্তী আর এখন থাকেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। সেই 'মা' ভজনার আড়ালে অবশ্যই হারিয়ে গিয়েছেন রোকেয়া। হারিয়ে গিয়েছে রোকেয়ার চিন্তা চেতনা। প্রকৃতপক্ষে রোকেয়ার চিন্তা চেতনাকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এপার বাংলায় অন্নদাশঙ্কর, গৌরী আইয়ুব এবং মীরাতুন নাহার ব্যাতীত সরকারী বা বেসরকারী কোনো উদ্যোগই চোখে পড়ে না। রোকেয়া চর্চার ক্ষেত্রে যেমন পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেন নি, তেমনিই ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মুখে সংখ্যালঘু উন্নয়ণ নিয়ে অনেক শীবাকীর্তন করলেও রোকেয়া চর্চার ক্ষেত্রে একটি ও পদক্ষেপ নেন নি।

অপরপক্ষে বাংলাদেশে পাকিস্থান আমলে বহু প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও রোকেয়া চর্চার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছিলেন রোকেয়ার সার্থক উত্তাধিকারী বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল। পাকিস্থান আমলে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অন্যতম অস্ত্র হিশেবে রোকেয়া চর্চাকে বেছে নিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল।তাঁদের সঙ্গে রোকেয়ার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও

ছিল। খুব ছোটবেলায় কলকাতাতে গিয়ে রোকেয়াকে দেখার স্মৃতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সযত্নে লালন করে গিয়েছেন বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির পর সেদেশে রোকেয়া চর্চার ধারাটি অনেক প্রলম্বিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সুফিয়া কামাল এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান, 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'। তাছাড়াও নীলিমা ইব্রাহিম, বেবি মওদুদ, সর্বোপরি সেদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তথা সুফিয়া কামালের ভাবশিষ্যা শেখ হাসিনার রোকেয়া চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

রোকেয়ার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের লড়াই সঠিক ভাবে অনুধাবন করে পরবর্তী সময়ের গবেষকরা রোকেয়ার মতো ক্ষণজন্মা মানুষের জীবনের সঠিক অনুধ্যানে কতোখানি সফল হয়েছেন সে বিতর্ক থেকেই যায়। কারণ, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের ভিতরে শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যে কলকাতা শহরে বসে নিজের প্রায় গোটা জীবনটা উৎসর্গ করে গেলেন অগ্নিময়ী রোকেয়া, সেই কলকাতা শহরে রোকেয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রায় চর্চা নেই কেন? কেন কলকাতা শহরে একটি রাস্তার ও নামকরণ হয় নি মহীয়সী রোকেয়ার নামে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীচর্চা বিভাগ যথেষ্ট সমৃদ্ধ একটি বিভাগ। চরম বেদনার কথা ওই বিভাগ থেকে আজ পর্যন্ত রোকেয়ার লেখা একটি ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। কেন এই অবহেলা? জ্যোতির্ময়ী দেবী থেকে অনিন্দিতা দেবীর (কবি অমিয় চক্রবর্তীর মা) লেখা যদি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীচর্চা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে কেন তাঁরা পারেন না রোকেয়ার রচনা প্রকাশ করতে? কোথায় বাঁধা? বাঁধা টা কি সম্প্রদায়গত? রোকেয়া যদি হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে কি কলকাতার বিদ্বৎজনের এই অনীহার শিকার তাঁকে হতে হতো? প্রয়াত মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় থেকে নবনীতা দেবসেনের মতো নারীবাদীরা তাঁদের সামগ্রিক লেখায় কবার উল্লেখ করেছেন রোকেয়া প্রসঙ্গ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে মনীষীদের জন্ম মৃত্যুদিনে তাঁদের ছবি দিয়ে মহাকরণ, নবান্নতে শ্রদ্ধা জানান। একবার ও কি তিনি ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়ার জন্ম মৃত্যুদিনে রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন? কন্যাশ্রী নিয়ে মমতা যথেষ্ট উৎসাহী। যাঁদের নিয়ে তিনি কন্যাশ্রী করছেন, সেইসব মেয়েদের, বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের একটা সম্পূর্ণ আকাশের জন্যে রোকেয়ার যে লড়াই, সেই লড়াইকে তুলে ধরার জন্যে তিনি কি কোনো উদ্যোগ আজ পর্যন্ত নিয়েছেন? বামফ্রন্টের আমলে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধে মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত পঠনের জন্যে একটি রোকেয়া জীবনী বর্তমান কলমচি লিখে দিয়েছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর লেখকের নাম তুলে দিয়ে শুনেছি সেটি এখন ও মাদ্রাসাতে পড়ানো হয়। আত্মপ্রচারের কোনো প্রয়োজন নেই। সরকার যদি নিজের রুচির পরিচয় দিয়ে আমার লেখা বইটি লেখকের নাম তুলে দিয়েও ছাত্রদের পড়ার সুযোগ করে দেন আনন্দই পাব। নাই বা জানলেন ছাত্ররা এক অদলদাস কলমচির লেখা বই তাঁরা পড়ছেন।তবু তো তাঁরা পড়বেন। জানবেন মোমের আলোয় রাত জেগে রোকেয়ার অক্ষর পরিচয়ের সেই রোমাঞ্চকর জীবনের কাহিনি।

শতবর্ষে 'সওগাত' এবং বাঙালির উদাসীনতা

বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে 'সওগাত' পত্রিকার ভূমিকা এবং অবদান ঐতিহাসিক। বাঙালি মুসলমানের ভিতরে আধুনিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিস্তারের ক্ষেত্রে 'সওগাত' বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল। ঐতিহাসিক 'সাওগাত' পত্রিকার প্রথম প্রকাশের পর (১৯১৮, ডিসেম্বর। ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ) শতবর্ষ অতিক্রান্ত কলকাতা শহরের ৮ নম্বর জ্যাকারিয়া স্ট্রীট থেকে 'সওগাতে' র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির জেনারেল ম্যানেজার হিশেবে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন ' মোসলেম প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষে 'সওগাতে' র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করেন।' সওগাত' প্রথম সংখ্যার মুদ্রাকর ছিলেন প্রিয়নাথ দাস ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিন্ডিকেট।তাঁদের ঠিকানা ছিল ; ১৪৭ বানারসী ঘোষ স্ট্রীট। জোড়াসাঁকো, কলকাতা।' সওগাতে' র প্রথম সংখ্যা থেকেই হিন্দু- মুসলিমের যৌথ উদ্যোগ, শ্রম এবং মেধার এক অপূর্ব সমন্বয়ী চেতনা ছিল।

'সওগাতে'র প্রথম সংখ্যাটি ছিল ৭৮ পৃষ্ঠার। দাম ছিল পাঁচ আনা বার্ষিক সডাক তিন টাকা ছয় আনা। পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিশেবে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের নাভের আগে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাম যুক্ত থাকতো। 'সাওগাত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) 'মঙ্গলাচরণ' শিরোণামে সম্পাদকীয় কলামে লেখা হয়েছিল; হে বঙ্গের নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যক্ষেত্রচারীগণ। আজ এই হেমন্তের শিশির সিক্ত প্রভাতে দীপ্ত অরুণালোকে নবজাত 'সওগাত' স্নেহাশীর্বাদ লাভের আশায় তোমাদের মুখপানে চাহিয়া আছে। হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া আজ এই শুভ দিনে শুভলগ্নে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে নবীন আশার অরুণ আলোকে তাহার চিত্ত কুসুমটি ফুটাইয়া তোল।

বাহুল্য বর্জিত এই নির্মেদ গদ্যই জন্মলগ্ন থেকে ' সাওগাত' যেন নিজের অস্তিত্ব অনন্যতার বৈশিষ্ট্যগুলেকে দিনের আলোর মতো ফুটিয়ে তুললো।আজ থেকে একশো বছর আগে প্রকাশিত ' সওগাতে' র প্রথম সংখ্যাটিতেই সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে একটি কার্টুন সহ মোট ষোলটি ছবি (তার ভিতরে ব্যক্তি, বিশেষ করে মহিলাদের ছবিও ছিল) প্রকাশিত হয়েছিল। সেইসময়ের প্রেক্ষিতে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে ছবিকে ঘিরে নানা ধরণের নেতিবাচক ভাবনা চিন্তা ছিল। রক্ষণশীল সমাজের সেই ভ্রুকুটিহানাকে

অস্বীকার করে প্রথম সংখ্যা থেকেই 'সওগাত' যে সাহসের পরিচয় রেখেছিল, সেই সময়ের নিরিখে তাকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিতেই হয়। এছাড়াও 'সওগাতে'র প্রথম সংখ্যাটিতে ছিল দুটি বিজ্ঞাপন। তার ভিতরে একটি ছিল গ্রামাফোনের ছবিসহ কার অ্যান্ড মহালনবীশ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল শিবিরের একটা অংশ যখন সঙ্গীত চর্চাকে ঘিরে নানা ধরণের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধিনিষেধের আবহাওয়া তৈরি করতে তৎপর, সেইরকম একটা দমবন্ধকর সামাজিক পরিস্থিতির ভিতরে একটি নতুন পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে গ্রামাফোনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ এক ই সঙ্গে আধুনিকতা এবং সাহসের পরিচয়।

'সাওগাতে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল অগ্নিময়ী রোকেয়ার একটি লেখা। দ্বিতীয় রচনাটি ই ছিল কবি মানকুমারী বসুর। সূচনা পর্ব থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বার্তা ছিল 'সাওগাতে' পরিস্কার। রচনাসূচির যে অবিনবত্বের স্পর্শ প্রথম থেকেই 'সওগাত' রেখেছিল, বিংশ শতকের প্রথমলগ্নের অবিভক্ত বাংলায় তা অভিনবত্বের দাবি রাখে।' সাওগাতে' র আগে এভাবে নারী ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতিদানের মানসিকতা মুসলমান সমাজে তো ছিল ই না, তার বাইরে এই মানসিকতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং ব্রাহ্ম সমাজের পরিমন্ডলের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়াও হিন্দু - মুসলমানের সম্প্রীতির পক্ষেপ্রথম থেকেই 'সওগাতে' র যে সাওয়াল তাও সমসাময়িক যুগে একটা অভিনবত্বের দাবি রাখে।

আধুনিক মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভবের সূচনাকালে' সাওগাত' তার প্রথম সংখ্যাতেই কবিতা, গল্প, উপন্যাস, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস ইত্যাদির সমন্বয়ে সারস্বতচর্চার যে ধারাটির প্রবর্তন করে, বিশ শতকের প্রথম যুগে তেমন উদাহরণ খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই এ ধরণের একটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সমসাময়িক সমাজের বুকে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল অংশের মানুষ দুহাত তুলে সূচনা পর্বেই 'সওখাত' কে স্বাগত জানায়। অপরপক্ষে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল শিবির প্রথম থেকেই 'সওগাতে' র উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে।

'সওগাতে' র প্রথম সংখ্যাতে বেগম রোকেয়া এবং মানকুমারী বসু ছাড়াও এ হাদির রচিত ' হারানিধি' কবিতার বিস্তারিত আলোচনা 'মহাশ্মশান' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সৈয়দ এমদাদ আলীর আলোচনার প্রেক্ষিতে, সেই আলোচনাটির প্রতিবাদে আবুল কালাম শামসুদ্দিনের আলোচনা, শেখ হবিবুর রহমানের 'নিয়ামত' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা, কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' উপন্যাস নিয়ে আলোচনা, এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'শান্তিধারা' এবং 'নূরনবী' নিয়ে আলোচনা, শাহাদাৎ হোসেনের 'মরুর কুসুম', মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের ' উন্নত জীবন' , ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' মোগল বিদূষী', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চতিলক' উপন্যাসের উপর আলোচনা 'সওগাতে' র প্রথম সংখ্যায় বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদচিহ্ন। একারামুদ্দিনের